সহি পরিচয়নামা

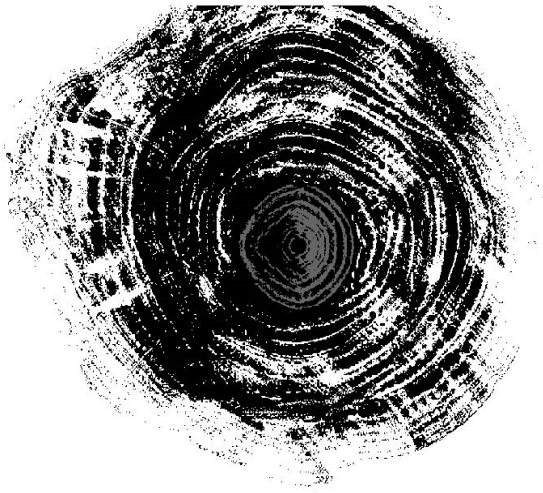

সহি পরিচয়নামা

গোলাম শফিক

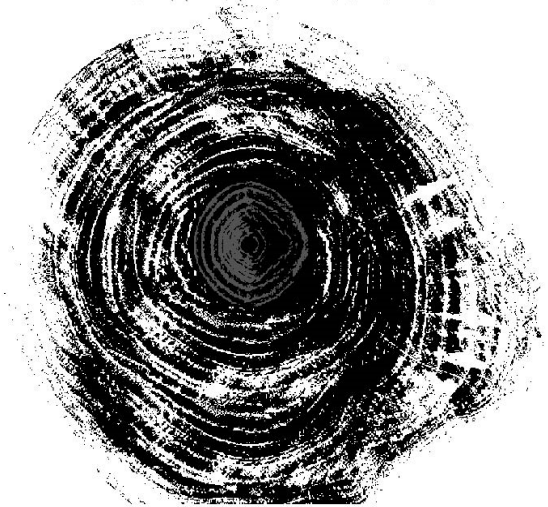

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Sahi Parichainama by **Golam Shafique**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 78 984 95481 4 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার বিষণ্নতার উত্তরাধিকার
মাহা নাশিতা মৃত্তিকা
লেফটেন্যান্ট অনিদ্র মনন

সূচিপত্র

ভালোবাসায় জিনজিরা ৯
ভার্টিক্যাল পতাকা ১০
একদা আমার গ্রাম ১১
সংজ্ঞায়িত মূর্খ ১২
মা মাটি ১৩
ফিরে এসো লুমুম্বা ১৪
সবকিছু তোমার জন্য ১৫
কালো রক্তের ঋণ ১৬
ছায়া ১৭
সহি পরিচয়নামা ১৮
'কবিতা' নামের যা কিছু ১৯
অমানুষ ২০
অন্তের অমিল ২১
স্তুতি ও নির্মাণ ২২
কন্যাবলি ২৩
তোমার পরিচয় ২৪
অনপনেয় নাম ২৫
বোয়াল ও রাঘববোয়াল ২৬
ছিপভাঙা দুপুর ২৭
শেকড়বিহীন ময়ূরপুচ্ছ ২৯
সাশার মতো ৩০
জাঁ ক্লদ ভানদাম ৩১
পাট তাড়ানো বৃষ্টি ৩২
কাঁঠাল বিচি খেলার কাল ৩৩
মরদেহী মাকড় ৩৪
ধরিত্রীর বিচার ৩৫
বেদনা শিকারি ৩৬

৩৭ বোজম্যান হিলিং
৩৮ নিক্সনের ভ্রান্তিবিলাস
৩৯ গ্রামখানি আমাদের ছিল
৪০ মিথ্যার পায়ে দাঁড়ানো পৃথিবী
৪১ রাম নাম
৪২ শাপশাপান্ত
৪৩ আলুর দোষ
৪৪ পুতিনের পুতুলের আলাস্কা গমন
৪৫ মায়ের গুণ-ভাগ
৪৬ তুমি আমার চকোর পাখি
৪৭ কালবৃক্ষ পিতার কাছে সন্তানের চিঠি
৪৮ জো বাইডেন-এর পিতা, পিতা বাইডেন
৪৯ ম্যারাডোনার পা
৫০ সাধিকা রাবেয়া
৫১ শঙ্খ-সমুদ্র
৫২ পিতার প্রত্যাবর্তন
৫৩ নির্বাচন : ১৯৭০
৫৪ বুদ্ধিজীবী হনন
৫৫ গাবফলের ভালোবাসা
৫৬ তোমাকে ছাড়া আমার ভোর
৫৭ ষাট বছর বয়স
৫৮ বন্ধু হইয়ো তবে
৫৯ কামলার স্বীকারোক্তি
৬০ ঘুড্ডিমাতা
৬১ গুরু একাত্তর
৬২ গোবৎস টাইগার

৬৩ আসিয়ানের নিমগাছ
৬৪ আঞ্চলিক ভাষা

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

সব কবিতাতেই সম্ভবত কবিয়ালের আত্মপরিচয় থাকে; পষ্ট করে না হলেও, প্রচ্ছন্নভাবে। এ পুথিতে সবই পষ্ট, এখানে কবির আত্মপরিচয়ই মুখ্য। এখানে গাব-কষের কালো দ্রবণে লেখা হয়েছে আকাশগঙ্গা থেকে যাত্রা করে আদমসুরতের দিকনির্দেশনা নিয়ে শুকতারার আলোয় বাজিতপুরের বালুময় পথে নেমে আসার কাহিনিটি। সচিবভবনে অথবা পাঁচতারা-সাততারা নিবাসে বসে মুসাবিদা করা হয়েছে সরষে-বীজ চালুনির ঝাঁজালো গন্ধভরা ও কুপির আলোয় আচ্ছন্ন কৈশোরের কথা। এরপর সত্তরের সেই চোঙা ফোঁকা আর একাত্তরের যন্ত্রণা ও সংকল্পের যুগলবন্দি মুক্তিযুদ্ধের মহান দিনগুলোর কথা, বারুদের গন্ধের ফাঁকে ফাঁকে দুঃখগুলো ভাগ করে নেওয়া। তারপর পোড়া চোখ ভিজিয়ে আবার কবিয়ালের ঠিকানা ছড়িয়ে গেছে ছায়াপথে। সেখানে সে দৌড়াচ্ছে বেজান; এখন নাকি তার একটি 'ঈশ্বরের হাত' প্রয়োজন।

ইনাম আল হক

ভালোবাসায় জিনজিরা

কী এমন ভালোবাসা তোমার হে দ্বীপ?
তোমার সন্তান সমস্ত গোলক ঘুরে
এখানেই আসে ফিরে।
আরব অভিযাত্রীর 'জাজিরা'
হয়ে যায় নারিকেল জিনজিরা
অতঃপর মার্টিন সাহেবের আদরে ও সোহাগে
তোমাকে জগৎ চেনে।
ভূলোক-গোলক ঘুরে এরা কারা ফেরে
শুয়ে থাকতে বালির এ বিছানায়,
মিহি বালি তাদের পিঠে বোলায়
মাতৃ হাতের মমতার পাঁচটি আঙুল।
ঝিরিঝিরি বাতাস আর
নারকেলপাতার তিরতির কম্পন
তাদের চোখে ঢেলে দেয়
আচানক সম্মোহন।

ভাবছি কী করে রচব এ নরগোষ্ঠীর
উপাখ্যান কাব্য—
হরিৎ ঝিনুকে কালির দ্রবণ হাতে
পার হয় শম্বুকগতির সারাবেলা
বাহারি প্রবাল থেকে রং নিয়ে
এদের ভালোবাসার রং চিনতে চাই
কিংবা শত শৈবালের বর্ণ আমাকে চেনাক
ভালোবাসার বর্ণ প্রকৃতপক্ষে কী?
সেন্ট মার্টিন, তোমার তীরে জল-জোনাকির মতো
রজনির ঝাপটায় জ্বলতেই থাকো অনন্তকাল!

২৯শে জানুয়ারি ২০২০

সেন্ট মার্টিন, কক্সবাজার

ভার্টিক্যাল পতাকা

(সমরবাদের প্রতিপক্ষ করোনাকে উৎসর্গীকৃত)

ইয়েমেনরাজ মাসরুক ইবনে আবরাহার
দুর্গের মতোই পুঁজিবাদের দুর্গটা লক্ষ্য হোক।
পুঁজিবাদ মারণাস্ত্রের বেসাতি করে
দেশে দেশে রফতানি করে সমরবিদ্যাকলা।
এখানেই থাকে না থেমে, তাই
গোটা বিশ্বই হয় তার সাম্রাজ্যের উঠান
নয়া উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ যাই বলি
লাটিমের ঘূর্ণনে দেখিয়েই চলে ইউনিপোলারিজম।

এ লোলচর্ম বয়সে ওয়াহরিজের মতো বীর হতে চাইলে
আমার তিরধনুক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে
আমি ছাড়া আর কেউ বাঁকাতে পারে না এ ধনুক।
আমি এখন প্রকৃতই লোলচর্ম
চোখ হয়েছে আধবোজা
ধনুকে তির যোজনা করতে হলে
সহচরকে আমার ভুরু টেনে উঁচিয়ে রাখতে হয়
না হলে কিছুই যে দেখতে পাই না আমি।

মূল ফটকে এসে বীর ওয়াহরিজের মতো
আমার পতাকা একচুলও নোয়াব না
চাপা পড়া মানুষের পতাকা
আকাশে খাড়া উড়বে পতপত।
অতঃপর দুর্গে ঢুকবার আগে ফটক ভেঙে
ভার্টিক্যাল পতাকা সোজা ঢুকে যাবে
শোষকের অন্দরমহল।

১০ই মে ২০২০

সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

একদা আমার গ্রাম

একদা আমার গ্রামই ছিল পুরো পৃথিবী
যেখানেই হাত রাখি মায়ের আঁচল।

তখন নাফুস গায়েনই ছিল আমাদের বব ডিলান
কবিয়াল ইল্লাস কীভাবে হয়ে যায় প্রাত্যহিক গোবিন্দ দাস
নগ্নপদ মজিদ ডাক্তারই তখন আমাদের আলী আফজাল খান।

এ আর্কেডিয়ায় তখন ভাঁটফুল-বনজামের ভালোবাসা ছিল
দোয়েল-শ্যামা-বসন্ত বাউরির ডাকে বালাই দূরে যেত
সরষের মৌসুমে আমাদের আলাদা সুগন্ধির প্রয়োজনই হতো না
আম-জাম-কামরাঙায় পাখিদেরও নিশ্চিত ন্যায্য হিস্সা ছিল।

একতারায় কম্পমান অন্ধ কাঞ্চন বাউলের অঙ্গুলিগুচ্ছ
কীভাবে হয়ে যেত মৌমাছির পাখা!
লালদাসের পানের ঝাঁপি, কাঁচকি মাছওয়ালার শশদৌড়
একসাথেই মিলে যেত লক্ষ্মীর আগনে-মাগনে।

শোনা যায় বাতাসই কেটে ফালা ফালা করে কীর্তনের সুর
কুকপক্ষীর ডাক তখন সহসাই মিলিয়ে যায়
শুকতারা তখনো দূরে দেখাত আলাঝিলা,
আদমসুরতেই মেতে উঠি আবাল আদমের দল
এভাবেই হয়ে যাই টলেমি-বাত্তানি-ইবনে ইউনূস সকল।

একদা আমার জন্মগ্রামই ছিল আমার পুরো পৃথিবী
যেখানেই মুখ রাখি সেখানেই মায়ের আঁচল।

১২ই মে ২০২০
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

সংজ্ঞায়িত মূর্খ

আমার স্মৃতিতে যা আছে তার বাইরে আমি কিছুই জানি না
আমার কর্ণকুহরে যে ইথারের ঢেউমালা খেলা করে
তার বাইরে আমি কিছুই জানি না
গ্রন্থাদি নাড়াচাড়া করে ক অক্ষর গোমাংসের বাইরে
আমি কিছুই জানি না
কিংবা কখনো ছিটেফোঁটা যেসব খোয়াব দেখি
তার বাইরে আমি কিছুই জানি না
আসমান থেকে জমিন ও সাগরে যা দৃশ্যমান
তার বাইরে আমি কিছুই জানি না
আমার জিহ্বার টক-ঝাল-তিতে-মিঠে স্বাদের বাইরে
আমি আর কিছুই জানি না
আমার রসনা-শিশ্নানুভূতির বাইরে
আমি আর কিছুই জানি না
আমার শ্বাসকষ্ট-পেটের বিষ, পয়ঃমূত্রের সুখানুভূতির বাইরে
আমি আর কিছুই জানি না
আমার উপবাস-অপবাস, স্বজন-নির্জনবাসের বাইরে
আমি আর কিছুই জানি না

আমার অজানা, অদেখা, অস্পর্শের বাইরে
আমি আর কিছুই জানি না
আমি কোনোদিন জানতে চাইও না
কারণ তো একটাই, মূর্খ বনে যাওয়ার ভয়।
তাও মেনে নেব হে পৃথিবী—
আমার নামে কেউ না দিক মূর্খের জুতসই উদাহরণ!

২৫শে মে ২০২০ (ঈদুলফিতর)
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

মা মাটি

তুই তো নিজেই মাটি
তোর পায়ের নিচ থেকে
মাটি সরে যাওয়ার কিছু নেই।

তুই সর্বংসহা পৃথিবীর এক ভাগ
জলেরা আকাশে পলাতক হলেও
তুই যে অনড় অব্যয়।

যত সুন্দর ও আঘাতে আঘাত
তোর কাঁধে ভর দিয়েই ফুটে ওঠে,
পূর্ণতা পায়
ফুল ফোটা, পাখি ডাকা, যত দাপাদাপি
মাটির ঊর্ধ্ব বৃক্ষও চাতালে দাঁড়ায়।

বিষে নীল হয় শরীরটা তোর
হিংসার অনলে পুড়ে রক্তও ঝরে
সেখানে জল না দিলেও
কালের প্রবাহে ফিকে হয়ে যায়।

তুই তো নিজেই মাটি
তোর পায়ের নিচ থেকে
মাটি সরে যাওয়ার
নেই কোনো ভয়।

২৬শে মে ২০২০
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

ফিরে এসো লুমুম্বা

শ্বেত-বুনো আলাস্কার দেড়গুণ তোমার দেশ কঙ্গো
এত বড়ো ভূখণ্ড যদি হয় হীরক, স্বর্ণ আর ট্যান্টালামে ঠাসা
তবে তো প্রভুদের লোভের জিহ্বা থুতনির কাছেই ঝুলে থাকে।

রাজনীতি-কূটনীতির খেলা কত রকমারি!
দ্বিমেরু বিশ্বে আজব স্নায়ুযুদ্ধ চলে
তুমি যখন হয়ে উঠছ প্যান-আফ্রিকার আত্মা
সে আত্মার পরশ তখন লাগে সোভিয়েতে
কাঁপে মার্কিনি আর বেলজিক উপনিবেশ-প্রভু।

ভাবে আত্মাকে রুখবার একটাই পথ, হনন হনন!
কাতাঙ্গার মোবুতু প্রভুর নির্দেশে
ঘোষণা করল তোমার মরণের দণ্ড,
কিন্তু আত্মারা হয় না ধ্বংস
বরং ফিরে ফিরে আসে।
পবিত্র আত্মা কখনো পোড়ে না
ফায়ারিং স্কোয়াডেও তার হয় না বিনাশ
ফাঁসির রজ্জুতে তার চক্রবৃদ্ধিই ঘটে
ক্রুশবিদ্ধ যিশু দেখে মানুষ তাই ভাবে।

অতঃপর 'পেট্রিস লুমুম্বা' দুনিয়াময় হয়ে গেলে একটি নাম
বিশ্ববাসী তোমাকে ঘোষণা করল 'শহিদ'
বেলজিয়াম নতজানু হয়ে ক্ষমা চায় অনশ্বর আত্মার কাছে
সবই হলো অবশেষে—
কেবল তুমিই এলে না ফিরে, জন্মানো অশান্ত দেশে।

৩১শে মে ২০২০
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

সবকিছু তোমার জন্য

যখনই কোনো কবর খোঁড়ো
মনে রেখো তোমার জন্য
যখনই কোনো আগুন চাও
সেটি তোমার, নয় অন্য।

৯ই জুন ২০২০
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা

কালো রক্তের ঋণ

(নাহার নাজ বন্ধুজনেষু)

"এই কফিগুলো ভাজা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এসবের রং হয় আফ্রিকান কুলির গায়ের রঙের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।"

গড়িয়ে গিয়েছিল কত শতক আর দিন
তবু সে শুধেছিল কালো রক্তের ঋণ।
ব্যবধান গড়ে ওঠে শতাব্দী ও মহাদেশে
'মানুষ' হয়ে জন্মালেও ঘোরে সে দাস বেশে।
কুন্টা কিন্টে অপহৃত হয় জুফারি গেরাম থেকে
সাতপুরুষে বংশ ইতিহাস অতঃপর যায় বেঁকে।
অ্যালেক্স হ্যালি কালো হলেও পরিচয়ে মার্কিন
দুশো বছরে পিতৃভূমির ছিল না কোনোই চিন।
রক্তঋণ শোধরাতে সে বারোটি বছর খাটে
গ্রন্থাগার, জনপদ আর কত-না মাঠেঘাটে।
অ্যালেক্স হ্যালি জুফারিতে ফেরে পিতৃরক্ত টানে
এভাবেই কাল হন্তারকে তীব্র চাবুক হানে।
এ পৃথিবীর বদল-পথে ফ্লয়েড বিশ্বভ্রাতা
এশিয়া-আফ্রো-আমেরিকায় আমিই আমার ত্রাতা।

১১ই জুন ২০২০
সচিব ভবন ৭১, ইস্কাটন, ঢাকা